‘মিস ইউনিভার্স ইন্ডিয়া’র মুকুট পড়লেন শ্বেতা সারদা

‘মিস ইউনিভার্স ইন্ডিয়া ২০২৩’ এর খেতাব জিতলেন শ্বেতা সারদা। রবিবার রাতে মুম্বাইয়ে একটি জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। শ্বেতাকে বিজয়ের মুকুট পরিয়ে দেন গতবারের বিজয়ী দিভিতা রায়।

হিন্দুস্তান টাইমস জানিয়েছে, আগামী ৭২ তম মিস ইউনিভার্সে ভারতের হয়ে অংশ নেবেন শ্বেতা। এছাড়া দিল্লির মেয়ে সোনাল কুকরেজা ‘মিস ডিভা সুপারন্যাশনাল ২০২৩’-এর খেতাব লাভ করেন। রানার আপ নির্বাচিত হয়েছেন কর্ণাটকের তৃষা শেঠি।

ভারতের চণ্ডীগড়ের বাসিন্দা শ্বেতা সারদার বয়স ২২ বছর। ১৬ বছর বয়সে স্বপ্ন-পূরণের জন্য মায়ের সঙ্গে মুম্বাই পাড়ি জমান তিনি। সিঙ্গেল মাদার হিসেবে শ্বেতাকে বড় করেছেন তার মা।

এই বিউটি পেজেন্টে অংশ নেওয়ার আগে শ্বেতা একাধিক রিয়েলিটি শোতে অংশ নিয়েছেন। এরমধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ড্যান্স ইন্ডিয়া ড্যান্স, ড্যান্স দিওয়ানে, ড্যান্স প্লাস, ইত্যাদি।

বিয়ের পর প্রীতমের সঙ্গে জুটি বাঁধলেন ফারিণ

ভালোবাসার গল্প বলতে আসছেন দুই জগতের দুই তারকা। জনপ্রিয় ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকির ‘মিনিস্ট্রি অব লাভ’-এর ১২টি সিনেমার একটিতে দেখা যাবে অভিনয় জগতের ফারিণ, আর গানের জগতের তারকা প্রীতমকে।

চরকির ‘মিনিস্ট্রি অব লাভ’ প্রকল্পের আওতায় সিনেমাটি নির্মিত হচ্ছে। গত ৩ আগস্ট ভিন্নধর্মী শপথ গ্রহণের এক জমকালো অনুষ্ঠানে এই সিনেমার ঘোষণা ঘোষণা দেয় চরকি। ‘মিনিস্ট্রি অব লাভ’ প্রকল্পে ১২ জন জনপ্রিয় নির্মাতা ১২টি ভালোবাসার গল্প নিয়ে ১২টি

চরকি অরিজিনাল ফিল্ম বানাচ্ছেন। এই পুরো প্রকল্পের সার্বিক তত্ত্বাবধানে আছেন পরিচালক, চিত্রনাট্যকার মোস্তফা সরয়ার ফারুকী।

এ প্রজেক্টেরই একটি সিনেমা ‘কাছের মানুষ দূরে থুইয়া’। শিহাব শাহীনের পরিচালনায় এ সিনেমায় তুলে ধরা হবে – লং ডিসট্যান্স সম্পর্কে। ভালোবাসার মানুষ দূরে থাকলে অনেক সময়ই তাদের সম্পর্কে বাসা বাঁধে সন্দেহ, অভিমান আর অনিশ্চয়তা। ভালোবাসার দূরত্বে এমন টানাপোড়েনের গল্পই পর্দায় বলবে ফারিণ-প্রীতম জুটি।

সিনেমার গল্প প্রসঙ্গে নির্মাতা জানান, দূরত্ব ভালোবাসার ওপর কীভাবে চাপ তৈরি করে, কীভাবে সম্পর্কের টানাপোড়েন তৈরি করে, তা এ সিনেমায় তুলে ধরা হয়েছে। সিনেমার গল্পের প্রয়োজনে এর শুটিং হয়েছে বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার কিছু সুন্দর লোকেশনে।

তাসনিয়া ফারিণ বলেন, ‘এই সিনেমার গল্প আমার জীবনের সাথে অনেকখানি মিলে যায়। আমার আর আমার হাসবেন্ডের লং ডিসটেন্স রিলেশন ছিল। তাই নিজের সঙ্গে কানেক্ট করে কাজ করতে ভালো হয়েছে। সিনেমায় আমার চরিত্রের নাম শারমিন। সে অতীতের সম্পর্কে নিয়ে বেশ ঝামেলায় পরেছিল। তবে ফারহানের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর দারুণ কিছু হয়।’

বিয়ে করলেন ‘হাবু ভাই’

বিয়ে করেছেন চাষি ইসলাম ওরফে ‘হাবু ভাই’। ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’ নাটকের এই অভিনেতা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন ‘হাবু ভাই’ নামেই। শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানে জীবনের নতুন ইনিংস শুরু করেছেন তিনি। এর আগে বৃহস্পতিবার পারিবারিকভাবে তার গায়েহলুদ অনুষ্ঠিত হয়।

কোনো রাখঢাক না রেখেই হাবু ভাইয়ের স্ত্রীর পরিচয় জানানো হয়েছে। এই পরিচয় তিনি নিজেই জানিয়েছেন। স্ত্রীর নাম তুলতুল। হাবু ভাই জানান, তার স্ত্রী ঢাকার বাসিন্দা এবং রাজধানীর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকে অধ্যয়নরত।

কাজল আরিফিন অমি পরিচালিত বহুল আলোচিত টিভি ধারাবাহিক ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’। ২০১৯ সালের শেষের দিকে সিরিয়ালটির প্রথম সিজনের সম্প্রচার শুরু হয় বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল বাংলা ভিশনে। পাশাপাশি এটি মুক্তি পায় ধ্রুব টিভির ইউটিউব চ্যানেলে। এতে ‘হাবু ভাই’ চরিত্রে অভিনয় করে কাড়েন চাষী।

সূত্র : ইত্তেফাক

মায়ের বিয়ে দিলেন ছেলে

সুখের কথা চিন্তা করে মায়ের দ্বিতীয়বার বিয়ে দিলেন মারাঠি অভিনেতা সিদ্ধার্থ চন্দ্রশেখর। বুধবার (২৩ আগস্ট) তার মা সীমা চন্দ্রশেখরের দ্বিতীয় বিয়ের ছবি পোস্ট করে খবরটি নিজেই জানান সিদ্ধার্থ। তারপর থেকে নেটিজেনদের প্রশংসায় ভাসছেন এই অভিনেতা।

হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সিদ্ধার্থ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মায়ের বিয়ের ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে লেখেন, ‘হ্যাপি সেকেন্ড ইনিংস মা। আমার কখনো মনে হয়নি, তোমারও কাউকে দরকার। তোমার যে সন্তানদের বাদ দিয়ে জীবন আছে, সে কথা টের পাইনি। তোমারও তো নিজের একটা জগত থাকা উচিত। আর কত দিন তুমি একা থাকবে? তুমি এতদিন সকলের জন্য ভেবেছো। এখন থেকে তুমি নিজের কথাও ভাববে; তোমার নতুন সঙ্গীর কথাও ভাববে। তোমার সন্তানরা সব সময় তোমার পাশে থাকবে।’

নিজের বিয়ের কথা স্মরণ করে সিদ্ধার্থ আরো লেখেন, ‘বিশাল আয়োজন করে তুমি আমার বিয়ে দিয়েছিলে। এবার আমার পালা তোমার জন্য একই কাজ করার। আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দদায়ক বিয়ের ঘটনা হলো, আমার মায়ের বিয়ে। আই লাভ ইউ মা। হ্যাপি ম্যারিড লাইফ।’

হলিউডে এই প্রথম বাংলাদেশি গোয়েন্দা

কাজী আনোয়ার হোসেনের কালজয়ী স্পাই থ্রিলার মাসুদ রানা ‘ধ্বংসপাহাড়’ অবলম্বনে নির্মিত ‘এমআর-৯: ডু অর ডাই’, সিনেমা নিয়ে দর্শকের আগ্রহ দিন দিন বেড়েই চলেছে। শুক্রবার (২৫ আগস্ট) পৃক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নির্মাতা আসিফ আকবরের বহুল আলোচিত সিনেমা ‘এমআর-৯: ডু অর ডাই’। হলিউড ধাঁচে নির্মিত সিনেমাটি মুক্তি উপলক্ষে সম্প্রতি রাজধানীতে একটি হোটেলে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল টিম এমআর-৯।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন হলিউড, চাইনিজ ও বাংলাদেশী তারকারা। জানা যায়, দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ বাজেটের সিনেমাটি নির্মিত হয়েছে প্রায় ৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ে। কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য সহ, বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি সহ বেশ কয়েকটি ভাষায় মুক্তি পাবে সিনেমাটি।

এসময় পরিচালক আসিফ আকবর বলেন, “বাংলাদেশের সব দর্শকের মাঝে মাসুদ রানা সিরিজ একটা আবেগের জায়গা। সেখান থেকে এটা নিয়ে সিনেমা বানাতে চেয়েছিলাম। বলা চলে - অনেকটা দায়িত্ববোধের জায়গা থেকেই প্রায় ৬ বছর ধরে ‘এমআর-৯: ডু অর ডাই’ বানিয়েছি। স্ক্রিপ্টের পেছনে আমরা তিন বছরের বেশি সময় দিয়েছি। ২৬টি ড্রাপ্টের পরে আমরা শুটিং স্ক্রিপ্ট ফাইনাল করেছি। এটার জন্য অনেক রিসার্চ করেছি। শুধু বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিনি। আমরা বিশ্বের সব দেশের দর্শকদের নিয়ে রিসার্চ করেছি। সুতরাং সিনেমাটি নির্মাণে আমরা চেষ্টার কোনো ঘাটতি রাখিনি।”

তিনি আরও বলেন, “আজ থেকে ৬০ বছর আগে বাংলাদেশের পাঠক ‘মাসুদ রানা’ বইগুলো গ্রহণ করেছিল। শুধু তাই নয়, এই বইয়ের মাধ্যমে উঠে এসেছিল পুরো দুনিয়ার বেশকিছু ঘটনা। আমি মনে করি এই সিনেমাটি পুরো বিশ্বের দর্শকের কাছে যেতে পারবে। ‘মাসুদ রানা’ সহ আরও যে চরিত্রগুলো ছিল সেগুলোও আমরা দারুণভাবে তুলে ধরতে পেরেছি। এই সিনেমায় ধংস পাহাড়সহ বিদেশের কিছু চরিত্র আমরা যোগ করেছি। এখানে যুক্তরাষ্ট্রের সিআইএ, চীনের এমএসএস এজেন্সি, ভারতের র এজেন্ট এই সিনেমায় বিদ্যমান। এগুলোর সঙ্গে তো বাংলাদেশের মূল জায়গাটি আছেই।”

এই সিনেমার সফলতা পেলে হলিউড অভিনেতাদের সঙ্গে বাংলাদেশের অভিনেতাদের নিয়ে আরও কাজ করতে চান বলে নির্মাতা জানান। তার কথায়, ‘হলিউডে প্রথমবারের মত বাংলাদেশি কোন গোয়েন্দা হিরো পরিচয় করাতে পারছি। এটা দুই দেশের জন্য ঐতিহাসিক বিষয় হতে যাচ্ছে। আমাদের পরিকল্পনা আছে - দর্শকরা যদি এটা গ্রহণ করেন হলিউডের সঙ্গে আমরা কাজ চলমান রাখব।’

এদিকে ‘এমআর-৯’ সিনেমা মিউজিকে অস্কার পাবে বলে মন্তব্য করেছেন অভিনেতা শহীদুল আলম সাচ্চু।

‘এমআর-৯: ডু অর ডাই’ সিনেমায় এবিএম সুমনের সঙ্গে অভিনয় করেছেন ভারতের অভিনেত্রী সাক্ষী প্রধান। এছাড়া ঢাকা থেকে আরও আছেন শহীদুল আলম সাচ্চু, আনিসুর রহমান মিলন, জেসিয়া ইসলাম ও টাইগার রবি। এছাড়া মার্কিন অভিনয়শিল্পী হিসেবে কাজ করেছেন মাইকেল জেই হোয়াইট, নিকো ফাস্টার, ম্যাট পাসমোর, ওলেগ প্রাডিউস, কেলি গ্রেসন প্রমুখ।

সিনেমার চিত্রনাট্য করেছেন পরিচালক আসিফ আকবর, আব্দুল আজিজ ও নাজিম উদ দৌলা। প্রযোজনায় জাজ মাল্টিমিডিয়া ও আল ব্রাভো ফিল্মস (যুক্তরাষ্ট্র)।

সূত্র: ইত্তেফাক

সংগীতশিল্পী আসাদ আব্বাস মারা গেছেন

দীর্ঘদিন ধরে কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন কোক স্টুডিও সিজন-৬ এ পারফর্ম করা পাকিস্তানের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী আসাদ আব্বাস। মঙ্গলবার (১৫ আগস্ট) রোগের সঙ্গে লড়াই করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তার মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেছেন তার ভাই হায়দার।

দি টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন অনুযায়ী, আসাদ আব্বাস সপ্তাহে চারদিন ডায়ালাইসিস করছিলেন। একটি কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য

মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি, রাজনীতিবিদ এবং ভক্ত-শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে চিকিৎসায় সহযোগিতাও চেয়েছিলেন।

চলতি বছরের শুরুর দিকে আসাদ আব্বাস ডেইলি পাকিস্তানকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, গত সাত বছর ধরে তিনি কিডনি রোগের সঙ্গে লড়াই করছেন। তার চিকিৎসার জন্য ইতোমধ্যে প্রায় ৭০ মিলিয়ন রুপি খরচ হয়েছে। থেরাপির জন্য পরিবারকে অর্থ সরবরাহে লাহোর ও ফয়সালাবাদে বাড়ি বিক্রির কথা বলেছিলেন।

তিনি অরও জানান, সংগীত প্রতিযোগিতায় পুরস্কার হিসেবে পাওয়া ১০ মিলিয়ন রুপিও চিকিৎসার জন্য খরচ করেছেন। এমনকি তার মার্সিডিজও বিক্রি করতে হয়েছে। তার এই কঠিন অবস্থা জানতে পেরে মায়ের মৃত্যু হয়েছে।

পাকিস্তানের অভিনেতা আদনান সিদ্দিকী গত জুন মাসে গায়কের চিকিৎসায় সহযোগিতার জন্য ভক্ত-শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে আহ্বান করেছিলেন।

সংগীতশিল্পী ফারিহা পারভেজের সঙ্গে ২০১৩ সালে ‘মাহি গ্যাল’ শিরোনামে গানে কণ্ঠ দিয়ে বেশ প্রশংসা লাভ করেন আসাদ আব্বাস।

নিষিদ্ধ হলেন চমক

ছোট পর্দার অভিনেত্রী রুকাইয়া জাহান চমক সম্প্রতি শুটিং সেটে দুর্ব্যবহারের অভিযোগে দোষী প্রমাণ হওয়ায় অভিনয় থেকে তিন মাসের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছেন। সোমবার (২১ আগস্ট) দুপুরে সংবাদ সম্মেলন করে এ কথা জানানো হয়। জানা যায়, আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে তিন মাসের জন্য এই অভিনেত্রীকে সকল প্রকার কাজ না করার নির্দেশ দেয় টেলিভিশন নির্মাতাদের সংগঠন ডিরেক্টরস গিল্ড।

সংগঠন থেকে আরও জানানো হয়, আগামী ৩০ আগস্টের মধ্যে ‘শ্বশুরবাড়ির প্রথম দিন’ নাটকের যে ক্ষতিপূরণ তা দিতে নির্দেশ প্রদান করে অভিনেত্রী চমককে। এছাড়াও থানার সাধারণ ডায়েরি তুলে নিতে হবে। এ নির্দেশ অমান্য করলে সংগঠন আরও কঠোর ভূমিকা নেবে বলে জানানো হয়।

গত ৪ আগস্ট আদিফ হাসানের পরিচালনায় নির্মাণাধীন নাটক ‘শ্বশুরবাড়ির প্রথম দিন’-এর সেটে তর্কাতর্কি, পুলিশ আসা এবং শুটিং বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, এদিন সেটে উত্তেজিত অবস্থায় নির্মাতা ও সহশিল্পীদের সঙ্গে বাজে আচরণ করেন অভিনেত্রী চমক। এরপর নিজের নিরাপত্তার কথা বলে পুলিশ ডেকে আনেন। এ ঘটনায় নাটকটির কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হন চমক। সেইসঙ্গে ফখরুল বাশার মাসুম ও আরশ খানের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন। এ ছাড়া ভবিষ্যতে এই ধরনের কাজ করবেন না মর্মে লিখিত অঙ্গীকার দেন। তবে যে নাটকের সেটে ঘটনাটি ঘটেছিল এবং সে সময় যারা উপস্থিত ছিলেন ওই নাটকের সেটে তাদের সবার সামনে চমককে দুঃখ প্রকাশ করতে হবে বলে সংগঠনগুলো থেকে জানানো হয়েছে।

সূত্র: ইত্তেফাক

৩০০ কোটি ছাড়ালো ‘রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি’

বলিউড নির্মাতা করণ জোহরের ‘রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি’ মুক্তির পর থেকেই বক্স অফিসে বেশ সাড়া ফেলেছে। ইতিমধ্যেই ৩ সপ্তাহে সিনেমাটি ৩০০ কোটির ঘর ছাড়িয়েছে। সিনেমার সাফল্যে দর্শকদের ধন্যবাদও জানালেন করণ জোহর।

হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, করণের ‘রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি’ ইতিমধ্যেই ৩০০ কোটির গণ্ডি পার করে ফেলেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে করণ জোহর লেখেন, ‘আমাদের প্রেম কাহানি বিশ্বের কোণে কোণে মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে গিয়েছে।এটার জানার পর… নম্র এবং কৃতজ্ঞ বোধ করছি এবং বিশেষ করে রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানিকে আপনারা যে সমস্ত ভালবাসা দিয়েছেন তার জন্য! ধন্যবাদ।’

এদিকে গত সপ্তাহে মুক্তি পেয়েছে ‘গাদার ২’ এবং ‘ও মাই গড ২’। যার ফলে বক্স অফিসে করণের সিনেমাটি কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পড়েছে।

এর মধ্যেই গত শুক্রবার ২.৩৫ কোটি, শনিবার ৩.৭০ কোটি, রবিবার ৪ কোটি, সোমবার ২.৬৫ কোটি, মঙ্গলবার ৩.৫৪ কোটি, বুধবার ১.৬০ কোটি, বৃহস্পতিবার ১.৪০ কোটির ব্যবসা করেছে সিনেমাটি। সবমিলিয়ে দেশীয় বক্স অফিসে সিনেমাটির আয় দাঁড়িয়েছে ১৪০ কোটি রুপি।

‘রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি’তে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন রণবীর সিং ও আলিয়া ভাট। এ ছাড়া সিনেমাটিতে আরো রয়েছেন শাবনা আজমি, ধর্মেন্দ্র, জয়া বচ্চন, টোটা রায়চৌধুরী, চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো তারকা।

একক গানে শীর্ষে পৌঁছালেন বিটিএসের ‘ভি’

এ মাসেই কোরিয়ান ব্যান্ড বিটিএসের সদস্য ‘ভি’এর পুরো নাম কিম তাইহিয়ং। একক গান ‘লাভ মি অ্যাগেইন’ মুক্তি পেয়েছে। এর মধ্যেই গানটি লেওভার চার্টে এক নম্বর স্থানে জায়গা করে নিয়েছে, যা একক শিল্পী হিসেবে এটি তার প্রথম কৃতিত্ব।

পিঙ্কভিলার প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিটিএসের সদস্য ‘ভি’ অর্থাৎ কিম তাইহিয়ং-এর দুইটি প্রি-রিলিজ গান-‘লাভ মি অ্যাগেইন’ এবং ‘রেইন ডেজ’ – মার্কিন অ্যামাজনের বেস্ট সেলারের শীর্ষ স্থান অর্জন করেছে। ‘ভি’ এর গানগুলো অ্যামাজনের বেস্ট সেলিং ডিজিটাল গান এবং নিউ রিলিজ ডিজিটাল গানের প্রথম দুইটি স্থান দখল করে আছে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই গানগুলো ইউটিউবে ৪০ মিলিয়ন ভিউ অতিক্রম করেছে। এ থেকেই ভক্তদের ভালবাসার তীব্রতা প্রকাশ পায়।

ইন্সটাগ্রামে কিম তাইহিয়ুং-এর ৬১ মিলিয়ন ফলোয়ার রয়েছে। তিনিই প্রথম কোরিয়ান সেলিব্রিটি যিনি এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত ইন্সটাগ্রাম আইডি খোলার পর মাত্র ১০ দিনের মধ্যে সর্বাধিক ফলোয়ারসহ এক নম্বর কোরিয়ান সেলিব্রিটি হয়ে ওঠেন ভি।

২০২১ ও ২০২২ এই দুই বছরও এই কৃতিত্ব বজায় রেখেছিলেন তিনি। তার ইন্সটাগ্রাম ফিডে মাত্র দু'টি পোস্ট দিয়ে একটি নতুন রেকর্ড তৈরি করেছে, যা এশিয়ান শিল্পী হিসেবে ২০ মিলিয়ন লাইক অতিক্রম করেছে। ভি-এর ইন্সটাগ্রাম অ্যাকাউন্টটি সম্ভবত সবচেয়ে বিখ্যাত অ্যাকাউন্টগুলোর মধ্যে একটি। বর্তমানে তার যেকোনো পোস্ট ১০ মিলিয়ন লাইক অতিক্রম করে। সোশ্যাল মিডিয়া রিসার্চ ইনস্টিটিউটগুলো, ভি-র ইন্সটাগ্রাম অ্যাকাউন্টটিকে হলিউড তারকাদের চেয়েও সর্বাধিক বিজ্ঞাপন মূল্য হিসেবে মূল্যায়ন করে।

আইয়ুব বাচ্চুর জন্মদিন আজ

আইয়ুব বাচ্চু আশির দশক থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত গানে গানে ছড়িয়েছেন মুগ্ধতা। তার রূপালী গিটারের জাদু আজো যেন মোহিত করে শ্রোতাদের। বাংলা ব্যান্ড সংগীতকে তিনি নিয়ে গেছেন অনন্য এক জায়গায়। আজ বুধবার (১৬ আগস্ট)

আইয়ুব বাচ্চুর বেড়ে উঠা চট্টগ্রামে। ১৯৬২ সালের আজকের এই দিনে চট্টগ্রামে জন্ম নেন নন্দিত এই ব্যান্ড তারকা। ৭০ দশকে স্কুলে থাকতে বাবার কাছ থেকে একটি গিটার উপহার পান। আর সেই থেকেই তার টুংটাং শুরু। কিশোর বয়সে প্রেমের পরেন পশ্চিমা সঙ্গীতের। কৈশোরের চঞ্চল সময় থেকেই পাশ্চাত্য রক ধাঁচের গানের প্রতি আকৃষ্ট হন। হয়তো স্বপ্ন দেখতেন জিমি হেন্ড্রিক্স হওয়ার। যাকে আইয়ুব বাচ্চুর টিশার্টে প্রায় দেখা যেত।

একসময় তিনি গড়ে তুলেছিলেন নিজের ব্যান্ড 'গোল্ডেন বয়েজ'। পরে এর নাম পাল্টে রাখেন 'আগলি বয়েজ'। বিয়েবাড়ি, জন্মদিন আর ছোটখাটো নানা অনুষ্ঠানে গান করতো তাদের এই ব্যান্ড। তবে একসময় এই ব্যান্ডের সদস্যরা একেক দিকে ছড়িয়ে পড়েন। সত্তরের দশকের শেষ দিকে কাজ করেন 'ফিলিংস' ব্যান্ডের সঙ্গে যা এখন ভক্তদের কাছে 'নগর বাউল' নামে পরিচিত।

পরবর্তীতে ১০ বছর আইয়ুব বাচ্চু সোলস-এর মূল গিটারবাদক, গীতিকার এবং গায়ক হিসেবে কাজ করেন। তিনি সোলসের সাথে চারটি অ্যালবামে

কাজ করেছিলেন - সুপার সোলস (১৯৮২) যা ছিল বাংলাদেশের প্রথম গানের অ্যালবাম, কলেজের করিডোরে (১৯৮৫), মানুষ মাটির কাছাকাছি (১৯৮৭) এই অ্যালবামটিতেই বাচ্চুর সোলসের হয়ে গাওয়া প্রথম গান ‘হারানো বিকেলের গল্প’ প্রকাশ পায়।

সোলসের সাথে আইয়ুব বাচ্চুর শেষ অ্যালবামটি ছিল ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট, যা প্রকাশ পেয়েছিল ১৯৮৮ সালে। ১৯৯০ সালের শেষের দিকে বাচ্চু ব্যান্ডটি ছেড়ে নিজের ব্যান্ড লিটল রিভার ব্যান্ড গঠন করেন, যা পরবর্তী সময়ে লাভ রানস ব্লাইন্ড বা সংক্ষেপে এলআরবি নামে জনপ্রিয়তা লাভ করে।

১৯৯২ সালের জানুয়ারি মাসে তারা বাংলাদেশে প্রথম ডাবল অ্যালবাম - এলআরবি ১ এবং এলআরবি ২ প্রকাশ করে। ব্যান্ডটির তৃতীয় স্টুডিও অ্যালবাম সুখ, জুনে মুক্তি পায় এবং এটি বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ রক অ্যালবামগুলোর মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচিত হয়। এতে ‘চলো বদলে যাই’ গানটি ছিল, আইয়ুব বাচ্চুর সর্বশ্রেষ্ঠ গান হিসাবে বিবেচিত। এলআরবি বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় রক ব্যান্ডের মধ্যে একটি হয়ে ওঠে। এই দলের মূল ভোকাল হিসেবে ক্যারিয়ারে অসংখ্য জনপ্রিয় গান উপহার দিয়েছেন বাচ্চু। তিনি গান গেয়েছেন বহু চলচ্চিত্রেও।

৪০ বছরের গায়কী জীবনে ১২টি ব্যান্ড, ১৬টি একক ও বহু মিশ্র অ্যালবাম প্রকাশ হয়েছে আইয়ুব বাচ্চুর। তার উল্লেখযোগ্য গানগুলো তালিকায় রয়েছে - ‘সুখ’, ‘একদিন ঘুম ভাঙা শহরে’, ‘ফেরারি মন’, ‘এই রুপালি গিটার’, ‘হাসতে দেখো’, ‘কষ্ট পেতে ভালোবাসি’, ‘চলো বদলে যাই’সহ বহু নাম।

জনপ্রিয় এই ব্যান্ড তারকা ২০১৮ সালের ১৮ অক্টোবর লাখো ভক্ত, পরিবার পরিজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাঁদিয়ে না ফেরার দেশে চলে যান।

সূত্র : ইত্তেফাক